ফুটবলেই জমিদাতাদের ক্ষোভ কমালেন জিন্দাল-পুত্র

শেখ জামাল ● শালবনি

জনসংযোগের লক্ষ্যে পাড়া ফুটবলের আয়োজন করে কলকাতা পুলিশ। শালবনির জমিদাতাদের অসন্তোষে জল ঢালতে জিন্দাল গোষ্ঠীও ভরসা রাখল 'সব খেলার সেরা, বাঙালির সেই ফুটবলেই'। স্থানীয় মানুষকে কাছে টানতে আক্ষরিক অর্থেই মাঠে নামলেন সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দাল স্বয়ং।

দীর্ঘ দিন ধরেই জিন্দাল কর্তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল শালবনির জমিদাতাদের। সেই ২০০৭ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জমিদাতারা চাকরি ও কারখানার শেয়ার না-পাওয়ায় কোম্পানির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গে ক্ষোভ বাড়ছিল। আন্দোলনও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু বুধবার ও বৃহস্পতিবার— দু'দিন ধরে সেই ক্ষোভের বাষ্প যেন অনেকটাই প্রশমিত করে দিলেন জিন্দাল-পুত্র। বুধবার প্রস্তাবিত সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন শুরু করার পর, বৃহস্পতিবার শ্রমিক থেকে জমিদাতা সকলকে ফুটবল খেললেন তিনি। জিন্দাল কর্তার এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে বেশ খুশি জমিদাতা থেকে শ্রমিক সকলেই।

২০০৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালের ইস্পাত কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে কারখানা তৈরি করে উৎপাদন শুরুর কথা থাকলেও, বিভিন্ন জটিলতায় তা হয়নি। কারখানা করে সেখানে জমিদাতাদের চাকরি, শেয়ার ও জমির দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জিন্দাল গোষ্ঠী। সেই দাম মেটালেও, জমিদাতাদের চাকরি ও কারখানার শেয়ার দিতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত সকলকে হতাশ করে ২০১৬-য় জিন্দাল গোষ্ঠী জানায়, কাঁচামালের অভাবে এই কারখানা তারা করতে পারছে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেই কারখানা ফের চালু হয়। ইস্পাত না-হলেও, সিমেন্ট ইউনিটের উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে অপেক্ষায় থাকা জমিদাতারা হতাশ হয়ে বহুবার চাকরির দাবিতে আন্দোলন করেছেন। পরবর্তীতে সিমেন্ট কারখানা হলেও, সেখানে চাকরি সংখ্যায় কম ও অস্থায়ী ভিত্তিতে হওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়।

> মালিক যদি এভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে চলেন, তা হলে আমরা আশা করি, আমাদের দাবি পূরণও করে নিতে পারব। তা ছাড়া উৎপাদন তো শুরু হল, এবার আরও অপেক্ষায় রইলাম।
>
> পরিষ্কার মাহাতো, সম্পাদক
> জমিদাতা অ্যাসোসিয়েশন

এহেন প্রেক্ষিতেই বুধবার থেকে জিন্দাল সিমেন্টের প্রথম উৎপাদন শুরু হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সজ্জন জিন্দালের পুত্র পার্থ জিন্দাল। বুধবার উদ্বোধনের পর বৃহস্পতিবারও তিনি ছিলেন কারখানা ক্যাম্পাসে। দু'দিনই কথা বলেছেন কর্মীদের সঙ্গে। বুধবার জমিদাতাদের খবর দিয়েছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে চান। পার্থ নিজে আবার বেঙ্গালুরু এফসি ফুটবল টিমের কর্তাও বটে। পার্থবাবুর সেই বার্তাতেই শতাধিক জমিদাতা বৃহস্পতিবার সকালে কারখানার ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পান। এর পর কারখানা ক্যাম্পাসের মাঠেই শ্রমিক, কর্মচারী ও জমিদাতাদের নিয়ে দু'টি দল তৈরি করে সকলকে নিজের দলের জার্সি পরিয়ে ফুটবল খেলতে নামেন তিনি। প্রবল উন্মাদনার মধ্যে চলা প্রায় একঘণ্টার খেলা শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবেই। এর পর সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন, এই এলাকার কেউ ভালো খেললে তাঁকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দলে নামাবেন। খেলাধুলো-সহ বেশ কিছু বিষয়ে সকলের কাছ থেকে মতামত চান তিনি। পার্থ জিন্দালের এই উদ্যোগ মন কেড়েছে, তা স্পষ্ট জমিদাতা অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পরিষ্কার মাহাতোর কথাতেই। তিনি বলেন, 'আজকের খেলায় আমরা অনেকটাই খুশি। আমরা ওঁর মতো হিন্দি ভাষায় ভালো কথা বলতে পারিনি বলে সব কথা বলতে পারিনি। তবে মালিক যদি এভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে চলেন, তা হলে আমরা আশা করি, আমাদের দাবি পূরণও করে নিতে পারব। তা ছাড়া উৎপাদন তো শুরু হল, এবার আরও অপেক্ষায় রইলাম।'

ছবিতে সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে পার্থ জিন্দাল (ইনসেটে)।